দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রশ্ন ফাঁস ও প্রতিরোধ

শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, শিক্ষা হলো সত্যের অনুসন্ধান। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা সত্যের অনুসন্ধান নয়, বরং সত্য গোপন বা আড়াল করা। এ জায়গায় আমরা সাফল্য অর্জন করেছি বললে মন্দ হবে না! দুদকের করা মামলাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ মামলাই হলো সম্পদের প্রকৃত তথ্য গোপন রেখে সঠিকভাবে কর না দিয়ে অর্থ আত্মসাত করা। সুতরাং আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমাদের দেশে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য গোপন করা যথার্থ।

এ বছরে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের উচ্চতর দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা আগে (দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ মে, ২০১৭ সাল)। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ মে, ২০১৭। সেদিন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের হলের অতিথি কক্ষ, কাফেটারিয়া, ফুটপাথে প্রশ্ন সমাধানের আসর বসেছিল। টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছিল বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী। এমনিতেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তার ওপর এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই বিতর্ক। একটি হলো সৃজনশীল উত্তর পত্রে ঢালাও নম্বর দেয়ার কারণে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ উভয়ই বেড়ে যাওয়া। অন্যটি হলো অবাধে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া।

৪ মে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার খাতা নতুন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

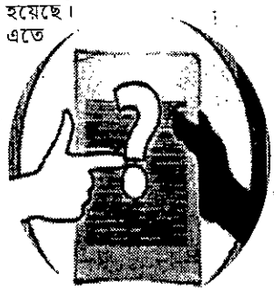

এতে পাসের হারসহ জিপিএ-৫ গত বছরের তুলনায় কমেছে। এই পদ্ধতি চলমান থাকলে ঢালাও নম্বর দেয়া সম্পর্কিত বিতর্ক থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যে বিতর্ক সেটার কি হবে? যে কোন মূল্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা আমাদের সবার জন্যই কল্যাণকর। একজন শিক্ষার্থীর অর্জন নিয়ে তাকে যেমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না, তেমনি হতে হবে না অভিভাবককেও। একই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলার অবকাশ পাবে না। দেশেও প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ গড়ে উঠবে। যে কারণে উচিত ছিল বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র সমাধান না দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো। যদি তাই করত তবে হয়তবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎসের খোঁজ পাওয়া যেত।

কেউ যদি কোন অপরাধ করতে অন্যকে সহায়তা দেয়, অপরাধ করতে প্ররোচিত করে কিংবা অপরাধসংক্রান্ত তথ্য গোপন করে তবে সে অপরাধী। এ জন্যই কবিগুরু বলেছেন, 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে'।

এরাই এক দিন দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী নিয়ে কর্মজীবন শুরু করবে। কেউ প্রশাসনে বিসিএস করবে, কেউ নাম করা প্রকৌশলী হবে, কেউ পুলিশ সুপার হবে, কেউ শিক্ষক, ব্যবসায়ী আরও কত কি হবে। প্রশ্ন জাগে, তখন তারা কি করবে? নিশ্চয় সচিব হয়ে স্বজনপ্রীতি করবে, প্রকৌশলী হয়ে বড় বড় দালানে রড ব্যবহার না করে বাঁশ ব্যবহার করবে, উড়াল সেতুর ৬ মাসের প্রকল্প কয়েক বছরেরও শেষ করবে না। মামলা নিতে গড়িমসি করবে, তদন্তের নামে কালক্ষেপণ করবে। কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্মার্টফোন নিয়ে প্রশ্নপত্র আনতে যাবে, নিয়মিত কর দেয়া থেকে বিরত থাকবে, ঋণ খেলাপী করবে। যা সবই চরিত্রহীন শিক্ষার নামান্তর।

শান্ত সিং
নটর ডেম কলেজ, ঢাকা